বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের যাত্রায়

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

মনিরামপুর, যশোর।

তৎকালীন ভারত বর্ষে ব্রিটিশ রাজের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমাতা কবিতাটি রচনা করেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে এই কামনা করেন যেন বাঙালিরা বঙ্গদেশের প্রতি কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করে! .....কবিতার শেষ ০২টি লাইন ছিল

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।

১২ জানুয্যারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধু কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, **'বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।** ' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি।'

হ্যাঁ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এর হাত ধরেই এসেছে বাঙ্গালী জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি। কবিগুরুর সময়কালীন বঙ্গমাতাদের প্রতি কবির যে আক্ষেপ; তা মোচন করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা। কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তিঁনি নিজেই বলেছেন...

'রেণু আমার পাশে না থাকলে এবং আমার সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, বারবার কারাবরণ, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন হাসিমুখে মেনে নিতে না পারলে আমি আজ বঙ্গবন্ধু হতে পারতাম না।'

বঙ্গবন্ধু'র বঙ্গবন্ধু হওয়ার পেছনে একজন মহীয়সী নারী পেছন থেকে প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি যুগিয়েছেন,হয়েছেন সকল কাজের প্রেরণাদায়ী। তিনি হলেন রেণু- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুর সংকটে সংগ্রামে আদর্শিক এক নির্ভীক সহযাত্রী। বাঙ্গালী জাতির সতত প্রেরণাদায়ী বঙ্গমাতা। বঙ্গমাতা: নিভৃতে উৎসর্গিত মহাজীবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ তিনি। সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস ছিলেন বেগম মুজিব। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতির পিতার পাশে থেকে দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তার কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন একটি সংগ্রামমুখর জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে জীবন কোটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সাথে দ্বিধাহীনভাবে যুক্ত হয়েছিল ত্যাগ ও নিপীড়ন মোকাবেলা করবার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধু এদেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক অগ্রগতির পন্থা হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তিঁনি ছিলেন গভীরভাবে সমবায়-বান্ধব মহান নেতা। তিঁনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। -------- তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রুপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীস্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু আত্মনিয়োগ করেছিলেন সোনার বাংলা গঠনে। আর এই সোনার বাংলা বির্নিমাণে তিনি পুরুষ ও নারীর সমান অংশ গ্রহণ চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু নারীকে কখনই বিছিন্নভাবে দেখেননি, সমাজ-ভাবনার আলোকিত মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। এখানেই নিহিত আছে নারী উন্নয়ন ভাবনার মৌলিক চেতনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনদর্শনে নারী-পুরুষের সমতার সত্যকে ধারণ করেছিলেন। নারীকে অবদমন করা তাঁর সামগ্রিক জীবনের কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমাজ পাটাতনে জেন্ডারের তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে মানবিক বোধ ধারণ করেছিলেন। নারীর অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় ও অবিচল। নারীর অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন, নারীর অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করেন। নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল বিষয়ে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।** সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। **এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর ৪.০৭ ও ৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুচ্ছেদে এ বলা হয়েছে 'নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।**

জাতীয় সমবায় নীতির প্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোর জেলার যশোর-৫ আসনের গণমানুষের নেতা, পরপর দুইবার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অতি আস্থাভাজন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহোদয় নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদর্শকে নারী সমাজের মধ্যে সঞ্চারণ এবং সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায়কে অন্যতম সহায়ক মাধ্যম হিসেবে নিয়ে তিঁনি বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুপ্রশস্থ বুকে রয়েছে এদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা! আর এই অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে ০১টি করে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। ইতিমধ্যে এ উপজেলায় ০৪টি ইউনিয়নে ০৪টি বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। যা নিম্নরুপঃ

সমিতির নাম ও ঠিকানাঃ

ক্রঃ নং	সমিতির নাম, নিবন্ধন নং ও তারিখ	ঠিকানা
০১	মনিরামপুর বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং- ১৯/জে. তারিখ: ০৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ।	গ্রামঃ রাজগঞ্জ, ডাকঃ রাজগঞ্জ, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর।
০২	মনোহরপুর বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং- ৫৩/জে. তারিখ: ১৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ।	গ্রামঃ মনোহরপুর, ডাকঃ মনোহরপুর, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর।
০৩	নেহালপুর বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং- ৫৪/জে. তারিখ: ২৩/০৮/২০২১ খ্রিঃ।	গ্রামঃ নেহালপুর, ডাকঃ নেহালপুর, উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর।
০৪	মশ্বিমনগর বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং- ৫৯/জে. তারিখ: ১২/০৯/২০২১ খ্রিঃ।	গ্রামঃ মশ্বিমনগর, ডাকঃ পারখাজুরা উপজেলাঃ মনিরামপুর, জেলাঃ যশোর।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- সরকারী সহযোগিতায় মহিলা সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- সমিতির নির্ধারিত প্রকার ও শ্রেণীর উদ্দেশ্যকল্পে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- সমিতির কর্ম এলাকায় স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় মহিলা সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ।
- ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মহিলাদেরকে পুনর্বাসন, ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নের্তৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা ;
- সভ্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক অর্থকরী, বানিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ;

- সভ্যদেরকে আধুনিক উপায়ে মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুপালন, ইহাদের খাদ্য, রোগবালাই এবং ঔষধপত্র বিষয়ে যাবতীয় সাহায্য করা;
- বাল্যবিবাহ,যৌতুক প্রথা, ইভ টিজিং এবং এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা;
- সদস্যদের মধ্যে সাম্য, সততা, সহযোগিতা, একতা, সংহতি প্রভৃতি মানবিক নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অগ্রগতিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করা,
- সমবায় সমিতির পুঁজির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উক্ত পুঁজি উৎপাদনমুখী ও লাভজনক খাতে দক্ষভাবে বিনিয়োগ করার বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার জন্য সমিতির সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ধারণা এবং পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সমিতিগুলোর প্রাথমিক বর্তমান কার্যক্রমঃ

ক) পুঁজি গঠন সংক্রান্তঃ

সমবায় সমিতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমিতিতে পুঁজি গঠন। সে লক্ষ্যে এ সকল সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সদ্য নিবন্ধিত এ সকল সমিতির ১৫/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গঠিত মূলধনের পরিমান ২,৩০,০০০/- টাকা।

খ) অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণঃ

ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচ্ছলতা ফিরে আসার নিমিত্তে এ সকল সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের লক্ষে নিয়মিত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে নারীদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

গ) দক্ষ মানব সম্পদ ও নারী উদ্যোক্তা সৃজনঃ

নারীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ, আর্থিক প্রণোদনা বা ঋণ সহায়তায় দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরে সমবায় মাধ্যম অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সমবায়ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণদান এবং নারীর উৎপাদিত পণ্য সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর আয় নিশ্চিত হওয়ার লক্ষে **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ সকল সমিতির অনুকুলে সবমোট ০৭টি আইজিএ (আয়-বর্ধনমূলক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।** বিষয়ভিত্তিক আইজিএ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হলোঃ

ক্র নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তীকাল
০১	আইজিএ (কাপড়ের উপর চিত্রাংকনের কাজ) প্রশিক্ষণ	২৫ জন	২১/৩/২১ হতে ২৫/৩/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০২	আইজিএ (দর্জি) প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৩০/৫/২১ হতে ৩/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০৩	‘‘পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’’ আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৩০/৫/২১ হতে ৩/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০৪	‘‘পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’’ আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৬/৬/২১ হতে ১০/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০৫	‘‘পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’’ আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৫ জন	৬/৬/২১ হতে ১০/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০৬	‘‘পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’’ আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৫ জন	১৩/৬/২১ হতে ১৭/৬/২১ পর্যন্ত ৫ দিন
০৭	‘‘পণ্যের মানোন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’’ আইজিএ প্রশিক্ষণ	২৫ জন	০৫/৯/২১ হতে ৯/৯/২১ পর্যন্ত ৫ দিন

ঘ) উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডঃ

‘.....আমি কেবল জানি

রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "মুক্তি" কবিতায় চিরায়ত বাংলার নারী সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এ সকল সমিতির সদস্যগণ গৃহস্থালী কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে আইজিএ প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞানের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে ইতিমধ্যে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। সদস্যদের সততা, পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতার সহিত এ উৎপাদনমুখী কর্মযজ্ঞ এ সকল সমিতিকে একটি আদর্শ উন্নয়নমূখী এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রুপদানে সক্ষম পূর্বক সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমিতিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহঃ

ক্রঃ নং	উৎপাদিত পণ্যের প্রকার	বিবরণ
০১	হস্ত শিল্প	নকশী কাঁথা, শাড়ী, থ্রী পিচ, কুশন কভার, বেড কভার, ওয়াল ম্যাট ইত্যাদি

ঙ) নারীর জাগরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

সমবায় সমিতি গঠণ এবং এর সাংগঠনিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর মৌলিক অধিকার যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আত্মোপলব্ধি প্রবলসহ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের অবস্থানের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতার জন্য এ সকল সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময়ের লক্ষে নিয়মিত উঠান বৈঠকসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চ) নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব সৃজনঃ

নারী শক্তির প্রতীক-নারী উন্নয়নের প্রতীক। নারী তাঁর নিজ যোগ্যতায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে, নিজের মধ্যে সঞ্চিত অদৃষ্ট শক্তি যার মাধ্যমে নিজের ভেতরে অপ্রকাশিত থাকা প্রতিভাকে আপন মহিমায় প্রসফুটিত করতে পারেন; সেই লক্ষ্যে এ সকল সমবায় সমিতি পুরুষ নির্ভরতা বাদ দিয়ে নিজেরকে ক্ষমতায়নকরণ এবং নেতৃত্ব সৃজনের জন্য নিজের দ্বারা নিজেরা পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায়ের গণতান্ত্রিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আগামীতে এখান থেকে সৃজিত নেতৃত্ব জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষঃ

এক অসামান্য আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বঙ্গমাতা। তিঁনি ছিলেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের এক অনন্য প্রতীক। এই মহীয়সী নারী ছিলেন প্রচারবিমুখ। পর্দার অন্তরালে থেকে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর ত্যাগ, দেশপ্রেম ও আদর্শ অনন্তকাল আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। **এরই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের ঐতিহাসিক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যাত্রা।** বঙ্গমাতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ, লালন এবং পালন করা এ সকল বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রত্যেকটি সদস্যের অবধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব এ সকল সমবায় সমিতির নারীর সার্বিক উন্নয়ন। এর ফলে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ঘটবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। আর তখনই স্বার্থক হবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর সুবিখ্যাত **'নারী' কবিতা; যেখানে তিঁনি বলেছেন.....**

'সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।'

মোঃ জিল্লুর রহমান, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় দপ্তর, চৌগাছা, যশোর।

কৃতজ্ঞা স্বীকার ও সহায়ক তথ্যসূত্রঃ

১. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।
২. নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-সেলিনা হোসেন।
৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় পরিকল্পনা।
৪. জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২।
৫. সমবায় পত্রিকা: নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা।
৬. দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক যুগান্তর।